Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District ঃ **চট্টগ্রাম।**

In the court of ঃ **সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।**

Present ঃ **জনাব মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ**

বুধবার the ৩০ day of নভেম্বর , ২০২২

Other Suit No. ১৩৬৭ / ২০২১

মাহবুবুর রহমান চৌধুরী গং ---------- Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী গং ----------Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ২০/০৮/২০০৭ খ্রিঃ, ১২/০৩/০৮ খ্রিঃ, ২৩/০৭/০৮ খ্রিঃ, ২৭/১০/০৮ খ্রিঃ; ও ০৭/০১/০৯ খ্রিঃ; ২৯/০৩/০৯ খ্রিঃ; ২০/০৫/০৯ খ্রিঃ ; ২৬/০৫/১১ খ্রিঃ ; ১৬/০৫/১২ খ্রিঃ; ২১/০৬/১২ খ্রিঃ ;০২/০১/১৩ খ্রিঃ; ২৪/০৯/২০১৩ খ্রিঃ ২৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ; ও ০৮/০৮/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব এ.কে এম শাহজাহান উদ্দিন ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব স্বপন কুমার চৌধুরী,

জনাব মুহিউদ্দিন মুহিন ---------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থাবর সম্পত্তির বিভাগ ও ঘোষনামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১) নালিশী আর এস ১৭০১ খতিয়ানভুক্ত ১২১ শতক সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন আছরজ্জমা ও অন্যান্য গং ছিল। নালিশী আর এস ৮০২০ দাগের পথভুমি সকলের এজমালি হলেও ভুলভাবে তা হারিঁচাদের নামে রেকর্ড হয়। এছাড়া আর এস $\frac{৮০২০}{১২৬৮৬}$ ও $\frac{৮০২০}{১২৬৮৭}$ দাগভুমি এজমালি হলেও ভুলক্রমে শফিকুর রহমান ও অনমুতি দখলকার হিসাবে মোহনবাঁশীর নাম লিপি হয়। আর এস রেকর্ডী

সিদ্দিক আহমদ ।।. (আট আনা) অংশে ৬০.৫০ শতকে স্বত্ববান থাকাবস্থায় মরনে পুত্র জবা চৌধুরী ৪০.৩৩ শতক ও কন্যা মোমেনা খাতুন ২০.১৬ শতক প্রাপ্ত হন। সিদ্দিক আহমদ আর এস ৮০১৭ দাগে।।. আট আনা অংশে ৪৩.৫০ শতক প্রাপ্ত হন। জবা চৌধুরী ২৪/০১/৪৪ ইং তারিখে ৪৫৫ নং কবলামুলে উক্ত ৮০১৭ দাগে তাহার অংশে ২৯ শতক ভুমি মধ্যে ২১ শতক অলি আহম্মদ বরাবর বিক্রি করেন। আরো ৪ গন্ডা ভুমি ৩৪-৫৮ নং বিবাদীর পূর্ববর্তীর নিকট বিক্রয় করেন।

২) নালিশী আর এস ৮০১৮,৮০১৯,৮০২০,৮০২২ এবং $\frac{৮০২০}{১২৬৮৬}$ ও $\frac{৮০২০}{১২৬৮৭}$, $\frac{৮০২০}{১২৬৮৮}$ দাগাদির ৩৪ শতক ভুমি মধ্যে সিদ্দিক আহমদ ১৭ শতকে পুত্র জবা মিঞা চৌধুরী ১১.৩৩ শতক এবং কন্যা মোমেনা ৫.৬৬ শতক প্রাপ্ত হয়। জবা মিয়া চৌধুরী মরনে তৎ ওয়ারীশ পুত্র ১ নং বাদী ৫.৬৭ শতক এবং ০২ কন্যা ৬/৭ নং বাদী ৫.৬৬ শতক প্রাপ্ত হয়।

৩) মোমেনা খাতুন মরনে পুত্র ছাবের আহমদ ও কন্যা ছালেহা খাতুন (১৪২ নং বিবাদী) তৎ স্বত্ব প্রাপ্ত হন। ছাবের আহমদ ১০/০৯/১৯৯৭ ইং তারিখে ৪৬৫২ নং দানপত্র মূলে নালিশী ৮০১৭ দাগে ১০ শতক ভুমি ৩-৫ নং বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। ছাবের আহমদ এর মৃত্যুতে ১৪৩-১৫০ নং বিবাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে।

৪) ১৪২ নং বিবাদী তৎ মাতা থেকে প্রাপ্ত স্বত্ব ও তৎ ভ্রাতার ওয়ারীশগনের সাথে আপোষে প্রাপ্ত অংশ সহ মোট ৯.১৬ শতক ভুমি ০৫/০৭/২০০৩ ইং তারিখে ১ নং বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। ১ নং বাদী উক্ত একই তারিখে ৫০৬১ নং কবলামুলে আর এস রেকর্ডী আছরজ্জমা আমিরজ্জমা ও নূরজ্জমার পরবর্তী ওয়ারীশ ৬৬ নং বিবাদী থেকে।।/ দন্ত ভুমি খরিদ করেন।

৫) অলি আহমদের স্ত্রী ও পুত্র ০৮/০৮/১৯৮১ ইং তারিখের ১২৮৮১ নং কবলা মূলে ৮ শতক ভুমি হোসনে ও কাসেম বরাবর এবং তারা উক্ত ভুমি পুনরায় ০১/০৬/৮৯ ইং তারিখে ২৫৮০ কবলা মূলে কামাল উদ্দীন ও জামাল উদ্দীন এর নিকট বিক্রয় করেন। কামাল ও জামাল ১৬/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখের কবলা মুলে ৭ শতক ভুমি ১ নং বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। অলি মিঞার অপরাপর পুত্র কন্যাগণ ০৮/০২/১৯৯৯ ইং তারিখে ৪৯১ নং দলিলমূলে ১৪ শতক ভুমি ১ নং বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন।

৬) আর এস রেকর্ডী হারিচাঁদ এর একমাত্র পুত্র ফজল আহমদ মরনে দুই পুত্র আলী ইসলাম ও নূরুল ইসলমা ও তিন কন্যা ওয়ারীশ থাকে। নুরুল ইসলামের স্ত্রী-পুত্র কন্যাগণ নালিশী ৮০১৭ দাগে ৫.২৫ শতক ভুমি ১৩/০৩/৮০ ইং তারিখে কবলামূলে আছিয়া খাতুন ও মৌলবী নুরুল আমিন চৌধুরী বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত আছিয়া ও নুরুল আমিনের পুত্র কন্যাগণ উক্ত ভুমি ২ নং বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন।

৭) আর এস রেকর্ডী জবের আহমদ মরনে পুত্র আবদুল গফুর থাকে। তৎ মৃত্যুতে পুত্র মমতাজুল হক চৌধুরী নালিশী দাগাদির আন্দরে ৬.৫০ শতক ভূমি ০৮/০২/১৯৯৯ ইং তারিখে ৫০৯ নং কবলামুলে ১ নং বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে নালিশী ৮০১৭ দাগে ১ নং বাদী ৩১.৩৩ শতক এবং ৩-৫ নং বাদী দানপত্র মূলে ১০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। ১-৫ নং বাদীগন নালিশী ৮০১৭ দাগে ৪৩.৩৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান আছেন। এভাবে ১/৬/৭ নং বাদীগনের তফসিল বর্নিত সকল দাগাদির আন্দরে সর্বমোট ৬৩.২২ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন।

৮) আর এস রেকর্ডী আছরজ্জমা গং ০৩ ভ্রাতা তাদের অংশে ১০.০৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান থাকাকালে আমিরজ্জমা ও নূরজ্জমা পুত্র ওয়ারীশবিহীন মরনে আছরজ্জমা সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হয়। আছরজ্জমা মরনে ০৩ পুত্র যথা আবদুস ছোবহান চৌধুরী, আবুল খায়ের চৌধুরী, আবু আহমদে চৌধুরী ও কন্যা কুলছুমা খাতুন পায়। আবদুস ছোবহান চৌধুরী মরনে ০১ কন্যা সাহারা খাতুন ও তৎ ভ্রাতা ভগ্নীগণ ওয়ারীশ হয়। সাহারা খাতুন মরনে ৫৯-৬৫ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। আবুল খায়ের চৌধুরী মরনে ৬৬-৬৮ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। ৬৬ নং বিবাদী তৎ স্বত্ব ১ নং বাদী বরাবর হস্তান্তর করে নিঃস্বত্ববান হন। আবু আহমেদ চৌধুরী মরনে ৬৯-৭১ নং বিবাদী এবং কুলসুমা খাতুন মরনে ৭২ নং বিবাদী ও হাফেজ মোঃ ইসহাক পায়। ইছহাক মরনে ৭৩-৭৮ নং বিবাদী পায়।

৯) আর এস রেকর্ডী শফিউর রহমান ১০.০৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় মরনে পুত্র মখলছর রহমান ও মুস্তাফিজুর রহমান এবং কন্যা মোহেছেনা ওয়ারীশ হয়। মুস্তাফিজুর রহমান ও মখলেছুর রহমান মরনে ১-২৮ নং বিবাদীরা এবং মোহসেনা মরনে ২৯-৩৩ নং বিবাদীরা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। নালিশী তফসিলোক্ত $\frac{৮০২০}{১২৬৮৬}$ ও $\frac{৮০২০}{১২৬৮৭}$ দাগের ভূমি শফিউর রহমানের নামে আর এস জরিপের খতিয়ানে মন্তব্য কলামে লিপি হওয়া ভুল ও ভিত্তিহীন। উক্ত দাগ ভূমিতে ১-৩৩ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী শফিউর রহমানে কোন একক স্বত্ব দখল ছিল না। উক্ত ভূমি ১ নং বাদী ও অন্যান্য শরীকগণ এজমালে ভোগদখলে আছেন।

১০) আর এস রেকর্ডী হারিচাঁদ নালিশী খতিয়ানে ১০.০৫ শতকে মালিক ছিলেন। কিন্তু খতিয়ানের মন্তব্য কলামে ৮০২০ দাগে ০৭ শতক ভূমি তার নামে একক রেকর্ড ভুল হয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত দাগভূমি সকলের এজমালি পথ। হারিচাঁন্দ মরনে এক পুত্র ফজল আহমদ থাকে। ফজল আহমদ মরণে পুত্র আলী ইসলাম, নুরুল ইসলাম, নছুমা খাতুন ও ৩৪/৩৫ নং বিবাদী থাকে। আলী ইসলাম মরনে ৪৪ নং বিবাদী এবং ৩৪/৩৫ নং বিবাদী ও নছুমা খাতুন থাকে। নুরুল ইসলাম মরনে ৪৫-৫২ নং বিবাদী ও পুত্র মোঃ সোলাইমান ওয়ারীশ থাকে। সোলাইমান মরনে ৫৩-৪৮ নং ওয়ারীশ থাকে। নসুমা খাতুন মরনে ৩৬-৩৮ নং বিবাদী ও অপর পুত্র আবু তালেব ওয়ারীশ হয়। আবু তালেব মরনে ৩৯-৪৩ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে।

১১) আর এস রেকর্ডী আবদুল আজিজের পুত্র আবদুল কুদ্দুস, আবদুল অদুদ ও আবদুল মাইজ তাদের অংশমতে ১০.০৫ শতক পায়। আবুদল মাইজ ওয়ারীশবিহীন মারা যায়। আবদুল অদুদ নিজ ও ভ্রাতার স্বত্ব মিলে $\frac{১}{২৪}$ অংশ প্রাপ্ত হয়। তার মরনে পুত্র আবদুর রহমান ও আলমাস খাতুন ও গোলামাস খাতুন ওয়ারীশ হয়। গোলমাস খাতুন মরনে ৭৯-৮১ নং বিবাদী এবং আবদুর রহমান মরনে ৮২-৮৪ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। অপর আর এস রেকর্ডী আবদুল কুদ্দুস $\frac{১}{২৪}$ অংশ প্রাপ্তে ভোগদখলে থাকাবস্থায় কবির আহমদ ও মহসিনা খাতুন কে ওয়রীশ রেখে যান। কবির আহমদ তৎস্বত্ব দানসূত্রে ৮৫-৯৩ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী আবু নছর চৌধুরী বরাবর হস্তান্তর করেন। আবু নাছের চৌধুরী মরনে ৮৫-৯৩ নং বিবাদী এবং মোহসেনা খাতুন মরনে ৯৪-৯৫ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে।

১২) আর এস রেকর্ডী মৌলভী মাহমুদ তার অংশমতে ১০.০৫ শতক পায়। মৌলভী মাহমুদ ০৩ পুত্র একরাম চৌধুরী, গোলামুর রহমান ও আবুল কাসেম কে রেখে যান। একরাম চৌধুরী মরনে ১০৮/১১০ নং বিবাদী ও আলী আহমদ ওয়ারীশ থাকে। আলী আহমেদ মরনে ১০৯ নং বিবাদী এবং ১৩৯-১৪১ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। আবুল কাসেম মরনে ১১১-১১৬ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। গোলামর রহমান চৌধুরী মরনে ১১৭/১১৮/১৩৮ নং বিবাদী এবং ফাতেমা ও আমেনা খাতুন ওয়ারীশ থাকে। আজিজুর রহমান মরনে ১২০-১২২ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। সৈয়দুর রহমান মরনে ১২৩-১২৬ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আবদুর রহমান চৌধুরী মরনে ১২৭-১৩১ নং বিবাদী, আমেন খাতুন মরনে ১৩২-১৩৭ নং বিবাদী এবং ফাতেমা খাতুন মরনে ১১৯/১৫২/১৫৩ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে।

১৩) আর এস মালিক জবের আহমেদ নালিশী খতিয়ানে তার অংশমতে ৫.০২ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। জবের আহমদ মরনে ০১ পুত্র আবদুল গফুর ও ০৩ কন্যা হালিমা খাতুন, মোহসেনা খাতুন ছমুদা খাতুন ওয়ারীশ থাকে। আবদুল গফুর মরনে পুত্র ৯৬ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। হালিমা মরনে ৯৭ নং বিবাদী এবং মোহসেনা মরনে কন্যা ৯৮ নং বিবাদী ও ভ্রাতুষ পুত্র ও ভগ্নী কন্যা ওয়ারীশ থাকে। ছমুদা খাতুন মরনে পুত্র রফিক এবং রফিক মরনে ৯৯-১০১ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। ৯৭-১০১ নং বিবাদীদের স্বত্ব আপোষে ৯৬ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়ে ০৮/০২/৯৯ ইং তারিখের ৫০৯ নং কবলা মুলে ৬.৫০ শতক ভূমি ১ নং বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন।

১৪) আর এস মালিক হাবিব বখার নালিশী খতিয়ানে তার অংশমতে ৫.০২ শতক প্রাপ্ত হন। হাবিব বখার মরনে পুত্র নূর মোহাম্মদ ও নূর ছাপা ওয়ারীশ থাকে।নূর মোহাম্মদ মরনে তৎ পুত্র কন্যা ৩৬/৩৭/৩৮ নং বিবাদী ও অপর পুত্র আবু তালেব চৌধুরী ও ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা ১০২ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। আবু তালেব চৌধুরী মরনে ৩৯-৪৩ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। নূর ছাফা মরনে ১০৩-১০৭ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে।

১৫) নালিশী আর এস ১৭০১ খতিয়ানভুক্ত ভুমি পরবর্তীতে পি এস ১৭৩৬ নং খতিয়ানে জরিপ পরিমিত আছে। তবে তর্কিত দাগাদির ভুল পি.এস জরিপেও থেকে যায়। বি এস জরিপও কতেক বিবাদীদের নামে হয় এবং কিছু সম্পত্তি সরকারে নামে ১ নং খতিয়ানভুক্ত হয়। বি এস ২৩৭৪ ও ২৬৮ নং খতিয়ানে জরিপ ভুলভাবে পরিমিত হয়। নালিশী ভুমির পি এস ও বি এস জরিপ আর এস রেকর্ডী সিদ্দিক আহমদের কন্যা মোমেনা খাতুন বা তৎওয়ারীশ ১৪২/১৪৩-১৫০ নং পূর্ববর্তী বিবাদীদের নামে হয়নি। ১-৬ নং বিবাদীদের পূর্ববর্তী মোস্তাফিজুর রহমান এবং ৭-২৮ নং বিবাদীদের পূর্ববর্তী মোখলেছুর রহমানের নামে বি এস খতিয়ান ভুল ও ভিত্তিহীনভাবে জরিপ হয়েছে। এছাড়া নালিশী ভুমির বি এস খতিয়ানাদির স্বত্বের কলামে লিপি সহ মন্তব্যর কলামে লিপি ও জমির পরিমান ও প্রকৃতির লিপি জমির রকম লিপি ভুল ও ভিত্তিহীনভাবে হয়েছে যা বে-আইনী ও অকার্যকর। উক্ত বি এস খতিয়ান দ্বারা বাদীগণ বাধ্য নহেন। নালিশী খতিয়ানের দাগাদির ভুমিতে পি এস ও বি এস জরিপের শরীকদারগণ দখলে নেই। বরং আর এস খতিয়ানের শরীকদারগণ বংশ পরম্পরায় দখলে রয়েছেন।

১৬) নালিশী খতিয়ানের দাগাদির আন্দরে ৪৯$\frac{৫}{৯}$ শতক পুকুরের জলীয়াংশ, পুকুরের পাড়, খিলা ও পথ ভুমি ১-৫ নং বাদীগণ অপরাপর বিবাদী শরীকদারগনের সাথে এজমালিতে ভোগদখলে আছেন। সম্প্রতি বিবাদীগণ বাদীগনের সহিত সীমানা নিয়ে বিবাদ শুরু করেছে। যার প্রেক্ষিতে বাদীগণ তাদের অংশ বিভাগের তলব করিলে, বিবাদীগণ তাতে রাজি না হওয়ায় বাদীপক্ষ বিভাগের প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করে।

১৭) বিবাদীগণ ২২/০৬/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে বি এস ও পি এস খতিয়ানের সহিমুহুরী নকল সংগ্রহ পূর্বক উক্ত খতিয়ান ভুল হয়েছে মর্মে সম্যক অবগতির কাল এবং বিগত ২৫/১২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখ ও ২৭/১২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখ বিবাদীগনের নিকট বাদীগণ বিভাগ তলব করিলে বিভাগ প্রদানে অস্বীকৃতিকালে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয়।

১৮) **২-৬/২৯-৩৩ নং বিবাদীর লিখিত জবাবের বিবরণ সংক্ষেপে এই যে ,** আর এস রেকর্ডী শফিউর রহমান মরনে তৎস্বত্ব পুত্র মুস্তাফিজুর রহমান ও মখলেছুর রহমান এবং কন্যা মোহসেনা খাতুন প্রাপ্ত হয়। মোস্তাফিজুর রহমান ১-৬ নং বিবাদীকে, মখলেছুর রহমান ৭-১২ নং বিবাদী এবং মোহসেনা খাতুন ২৯-৩৩ নং বিবাদীগণকে ওয়ারীশ রেখে যান। আর এস কেরর্ডী হারিচাঁন্দ মরনে ফজল আহমদ পায়। ফজল আহমদ মরনে পুত্র নুরুল ইসলাম এবং নুরুল ইসলাম মরনে তৎপুত্র নুরুল আলম, জানে আলম এবং মোঃ সোলেমান প্রাপ্ত হয়। উক্ত নুরুল আলম গং নালিশী আর এস ৮০১৭ দাগের আন্দরে ৪ শতক ২৬/১১/১৯৮২ ইং তারিখে ৫৬৪৫ কবলামুলে মোস্তাফিজুর রহমান বরাবর হস্তান্তর করেন। মোস্তাফিজুর রহমান বিরোধীয় দাগ আন্দরে ৭৬ শতকে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় তাহার নামে পি এস ও বি এস রেকর্ড হয়। মোস্তাফিজুর রহমান মরনে ১-৬ নং বিবাদীগণ প্রাপ্ত হয়। অত্র বিবাদীগণ

পূর্ববর্তীর আমল হতে তাদের অংশীয় ভুমিতে চাষাবাদে ভোগদখলে আছে। বিবাদীগণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীনভাবে মামলা আনয়ন করায় মোকদ্দমা খারিজযোগ্য।

১৯) **৪৫/৪৬/৪৭/৫৮ নং বিবাদীর লিখিত জবাবের মূল বক্তব্য এই যে,** নালিশী আর এস ৮০২০ দাগে ৭ শতক ভুমি হারিচান্দ এর একক স্বত্ব দখলীয় ছিল। হারিচাঁন্দ মরনে এক পুত্র ফজল আহমদ প্রাপ্ত হয়। ফজল আহমদ মরনে দুই পুত্র আলী ইসলাম নুরুল ইসলাম এবং তিন কন্যা নছুয়া খাতুন, আখিয়া খাতুন এবং ৩৪ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। আর এস রেকর্ডী ছিদ্দিক আহমেদের পুত্র জবা মিয়া আর এস ৮০১৭ দাগে ২০ শতক ভুমি ১৭/০৯/৪৯ ইং তারিখে ৪১৮৩ নং কবলামুলে উক্ত আলী ইসলাম ও নুরুল ইসলাম বরাবর হস্তান্তর করেন। **উল্লেখ্য যে, ছিদ্দিক আহমদের পুত্র কন্যা জবা মিয়া ও মোমেনা খাতুন এর মধ্যে আপোষমতে আর এস ৮০১৭ দাগের ৪৩.৫০ শতক ভুমি জবা মিয়া একক ভাবে এবং মোমেনা খাতুন অপরাপর দাগে ২১ শতক পেয়ে উক্ত ভুমি ২৫/০১/৫৩ ইং তারিখে কবলামুলে মোহাম্মদ ছোবহান এর নিকট হস্তান্তর করেন।** নুরুল ইসলাম মরনে ০৪ পুত্র ৪৫-৪৭ নং বিবাদী, মোঃ সোলাইমান ও চার কন্যা ৪৮-৫১ নং বিবাদী এবং স্ত্রী ৫২ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। আলী ইসলাম ও ৪৫-৫২ নং বিবাদী এবং মোঃ সোলাইমানের নামে বি এস খতিয়ান ছুড়ান্ত প্রচার আছে। সোলাইমান মরনে পুত্র কন্যা ৫৩-৫৮নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। আলী ইসলাম মরনে তৎ স্বত্বাংশ কন্যা নূর জাহান বেগম ও ভ্রাতুষপুত্র ৪৫-৪৭ বিবাদীগণ ও মোঃ সোলাইমান প্রাপ্ত হয়।

২০) নালিশী আর এস ৮০২০ দাগের ৭ শতক ভুমি হারিচান্দের একক স্বত্ব দখলীয় ছিল। তবে উক্ত দাগের ভুমি কখনো পথ ছিল না। আর এস খতিয়ানে উহা পথ হিসাবে ভুল ও ভিত্তিহীন ভাবে রেকর্ড হয়। উক্ত দাগ ভূমিতে বাদীগনের কোন স্বত্ব দখল ছিল না। অত্র বিবাদীদের পূর্ববর্তীর নামে বি এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচার আছে। অত্র মামলাটি বাদীগনের বিরুদ্ধে করা অপর ২৪৮/২০০৩ মামলার কাউন্টার হিসাবে বাদীপক্ষ দায়ের করিয়াছে। নালিশী দাগাদির ভুমি বহু পূর্ব হতে বাদী ও বিবাদীগণ স্ব স্ব অংশে পৃথক চিহ্নিতমতে ভোগদখলে নিয়ত আছে এবং তৎমতে পি এস ও বি এস জরিপ হয়। বর্তমানে বিভাগের আবশ্যকতা নেই বিধায় বাদীর মামলা খরচা সহ খারিজযোগ্য।

২১) **১১৭/১১৮/১২০-১৩১ নং বিবাদী পক্ষ পৃথক ছাহামের প্রার্থনায় লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন যে,** আর এস রেকর্ডী মৌলভী মাহমুদ খতিয়ানে অংশমতে ১০.০৮ শতক প্রাপ্ত হন। মৌলভী মাহমুদ মরনে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত তিন পুত্র মোঃ একরাম, গোলামুর রহমান প্রকাশ হামদু মিয়া, সিরাজ আহমদ, মৌলভী মাহমুদ এর ২য় স্ত্রীর এক পুত্র আবুল কাসেম ওয়ারীশ থাকে। উক্তমতে চার ভ্রাতার প্রত্যেকে ২.৫২ শতক প্রাপ্ত হয়। সিরাজ আহমদ নিঃসন্তান মরনে তৎস্বত্ব সহোদর ভ্রাতাগণ প্রাপ্ত হয়। উক্ত মতে মোঃ একরাম নিজ ও ভ্রাতার অংশ সহ ৩.৭৮ শতক, গোলামুর রহমান ৩.৭৮ শতক প্রাপ্ত হয়। গোলামুর রহমান মরনে তৎ স্বত্ব পুত্র কন্যা ১১৭/১১৮/১৩৮ নং বিবাদী ও ফাতেমা খাতুন আমেনা খাতুন, আজিজুর রহমান সৈয়দুর রহমান ও আবদুর রহমান চৌধুরী ওয়ারীশ থাকে। উক্ত

আজিজুর রহমান মরনে ১২০-১২২ নং বিবাদী, ছৈয়দুর রহমান মরনে ১২৩-১২৬ নং বিবাদী, আবদুর রহমান চৌধুরী মরণে ১২৭-১৩১ নং বিবাদী আমেনা খাতুন মরনে ১৩২-১৩৭ নং বিবাদী ফাতেমা খাতুন মরনে ১১৯/১৫২/১৫৩ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ১১৭-১৩৮/১৫২/১৫৩ নং বিবাদীগণ গোলামুর রহমানের ওয়ারীশ সূত্রে নালিশী দাগাদি আন্দরে ৩.৭৮ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন। ১১৯/১৩২-১৩৮/১৫২/১৫৩ নং বিবাদীগণ তাদের স্বত্ব অত্র বিবাদীদের বরাবর আপোষে ত্যাগ করায় সমুদয় স্বত্ব অত্র বিবাদীগণ প্রাপ্ত হন। উক্ত ভূমি সম্পর্কিত বি এস ২৬৮/২৩৭৪/, ৯৭০/১ খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে। অত্র বিবাদীগণ প্রাপ্য ৩.৭৮ শতক ভূমিতে পৃথক ছাহামের প্রার্থনা করেছেন।

২২) **৮২-৮৪ নং বিবাদী পক্ষ পৃথক ছাহামের প্রার্থনায় লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন যে,** আর এস রেকর্ডী আবদুল কুদ্দুস, আবদুল অদুদ ও আবদুল মাইজ অংশমতে ১০.০৮ শতকে মালিক ছিল। আঃ কুদ্দুস প্রাপ্য ৩.৩৬ শতক প্রাপ্তে মরনে পুত্র কবির আহমদ ও কন্যা মোহসেনা খাতুন ওয়ারীশ হন। কবির আহমদ তৎস্বত্ব আবু নছর চৌধুরী কে দান করেন। মোহসেনা খাতুন মরনে তৎস্বত্ব ৯৪/৯৫ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। আব্দুল মাইজ মরনে ভ্রাতা আব্দুল ওয়াদুদ ওয়ারীশ থাকে। আবদুল ওয়াদুদ নিজ ও ফতু সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে এক পুত্র আবদুর রহমান ও ০২ কন্যা আলমাছ খাতুন ও গোলমাছ খাতুন ওয়ারীশ থাকে। গোলমাছ খাতুন তৎ স্বত্ব ভ্রাতা আবদুর রহমান বরাবর ত্যাগ করে এবং ৭৯-৮১ নং বিবাদীদের রেখে মারা যান। আলমাছ খাতুন ভ্রাতা আবদুর রহমান কে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। এভাবে আবদুল ওয়াদুদ এর ৬.৭ শতক ভূমিতে পুত্র আবদুর রহমান স্বত্ববান থাকায়বস্থায় মরনে অত্র বিবাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। নালিশী ভূমির পিএস ও বি এস খতিয়ান অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়। অত্র বিবাদীগণ উক্ত ৬.৭২ শতক ভূমি বাবদ পৃথক ছাহামের প্রার্থনা করেন।

২৩) **১০৯-১১৬/১৩৯-১৪১/১৫৪-১৫৯ নং বিবাদী পক্ষ পৃথক ছাহামের প্রার্থনায় লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন যে,** আর এস রেকর্ডী মৌলভী মাহমুদ ১০.০৮ শতকে মালিক ছিলেন। মৌলভী মাহমুদ মরনে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত তিন পুত্র মোঃ একরাম, গোলামুর রহমান, সিরাজ আহমদ এবং ২য় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র আবুল কাসেম ওয়ারীশ থাকে। উক্ত চার ভ্রাতা প্রত্যেকে ১০.০৮ শতকের মধ্যে ২.৫২ শতক করে মালিক হন। সিরাজ আহমদ নিঃ সন্তান মারা যান। তার অংশ ভ্রাতা একরাম ও গোলামুর প্রাপ্ত হয়। এভাবে একরাম মোট ৩.৭৮ শতক এবং গোলামুর ৩.৭৮ শতক পায়। আবুল কাসেম ২.৫২ শতক পায়। একরাম মরনে ১০৮ নং বিবাদী এবং ১০৯-১১০ এবং ১৩৯-১৪১ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। আবুল কাসেম মরনে ১১১-১১৬ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ১০৮ নং বিবাদী আবদুল্লাহ চৌধুরী মরনে ০৪ পুত্র ০২ কন্যা এ.কে এম ফারুক চৌধুরী গং ওয়ারীশ থাকে। উক্ত এ.কে এম ফারুক চৌধুরী গং এবং অত্র মোঃ একরাম ও আবুল কাসেম এর ওয়ারীশগণ ৬.৩০ শতক ভূমিতে

স্বত্ববান ও দখলকার হন। উক্ত ভূমি সংক্রান্তে পি এস ও বি এস খতিয়ান ভুলভাবে রেকর্ড হয়। অত্র বিবাদীগণ ৬.৩০ শতক ভূমি বাবদ পৃথক ছাহামের প্রার্থনা করেন।

২৪) **১৬৪ নং বিবাদী পক্ষ পৃথক ছাহামের প্রার্থনায় লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন যে,** আর এস রেকর্ডী হারিচান্দ মরনে পুত্র ফজল আহমদ এবং ফজল আহমদ মরনে ০২ পুত্র নুরুল ইসলাম ও আলী ইসলাম ও ০৩ কন্যা ওয়ারীশ থাকে। নুরুল ইসলাম মরনে তৎ স্বত্ব ০৩ পুত্র নুরুল আলম, জানে আলম, মোঃ ইলিয়াছ, আনোয়ারা বেগম ছানোয়ারা বেগম নূর বেগম হোসনেয়ারা বেগম ও স্ত্রী ছফেয়া খাতুন প্রাপ্ত হয়। উক্ত জানে আলম, ছানোয়ারা ও আনোয়ারা তাদের প্রাপ্ত অংশ হতে ২.৫০ শতক ভূমি ১৩/০৯/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে অত্র বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত প্রেক্ষিতে অত্র বিবাদী ২.৫০ শতক ভূমি বাবদ পৃথক ছাহামের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

২৫) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?
২) অত্র মামলা দায়েরের কোন কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) বাদী ও বিবাদীগনের এজমালি সকল সম্পত্তি মামলায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কিনা ?
৬) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৭) নালিশী ভূমি সংশ্লিষ্ট পি এস ও বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কিনা ?
৮) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে বাটোয়ারা ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?
৯) বিবাদীপক্ষ তাদের প্রার্থীতমতে পৃথক ছাহাম পাবার হকদার কিনা ?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

২৬) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০৩ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মাহবুবুর রহমান (P.W.1), নুরুল ইসলাম (P.W.2) ও মোঃ কাসেম (P.W.3)। অন্যদিকে ৪৫-৪৭/৫৮ নং বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ জানে আলম, D.W.1(1) ও মোঃ মুজিবুর রহমান D.W.1(2)। ২-৬/২৯-৩৩ নং বিবাদীপক্ষ এক জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন যথা মোহাম্মদ ইউসুফ D.W.2(1)। ১০৯-১১৬/১৩৯-১৪১/১৫৪-১৫৯ নং বিবাদীপক্ষ এক জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন যথা এ.কে এম ফারুক চৌধুরী D.W.3(1)। ১৬৪ নং বিবাদীপক্ষ এক জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন যথা নূর জাহান বেগম D.W.4(1)।

২৭) বাদীপক্ষে মাহবুবুর রহমান (P.W.1) এবং বিবাদীপক্ষে জানে আলম, D.W.1(1), মোহাম্মদ ইউসুফ D.W.2(1), ফারুক চৌধুরী D.W.3(1) ও নূর জাহান বেগম D.W.4(1) জবানবন্দি প্রদান করতঃ যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

২৮) সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। নালিশী শিকলবাহা মৌজার আর এস ১৭০১নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ১
২। নালিশী মৌজার পি এস ১৭৩৬নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ১(ক)
৩। বি এস ৯৭০,২৬৮ নং খতিয়ান, ১ নং খতিয়ান ও ২৩৭৪ খতিয়ান	প্রদর্শনী ১(খ)-১(ঙ)
৪। ০৮/০২/১৯৯৯ ইং তারিখের ৪৯১ নং দলিলের সি.সি	প্রদর্শনী -২
৫। ২৩/০১/১৯৪৪ ইং তারিখের ৪৫৫ নং মুল কবলা	প্রদর্শনী-৩
৬। ৮/২/১৯৯৯ ইং তারিখের ৫০৯ নং মূল কবলা	প্রদর্শনী-৪
৭। ১২/০৭/১৯৯৬ তারিখের ৩৮৫২ নং মূল কবলা	প্রদর্শনী-৪(ক)
৮। ০১/০৬/১৯৮৯ তারিখের ২৫৮০ নং কবলা সি.সি	প্রদর্শনী-৪(খ)
৯। ৮/৮/১৯৮১ তারিখের ১২৮৮১ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-৫
১০। ১৭/০৮/২০০৩ তারিখের ৫০৬১ নং কবলার মুলকপি	প্রদর্শনী-৬
১১। ১১/০২/১৯৯৮ তারিখের ৫৮৭ নং কবলার মূলকপি	প্রদর্শনী-৬(ক)
১২। ৯/০৪/৮০ ইং তারিখের ২৪৬ নং কবলার মুল কপি	প্রদর্শনী-৭
১৩। ১২/০১/১৯৮০ ইং তারিখের ৪১৩৬ নং কবলার মূলকপি	প্রদর্শনী-৮
১৪। ১৭/০৯/১৯৪৯ ইং তারিখের ৪১৮৩ নং কবলার মূল কপি	প্রদর্শনী-৯
১৫। ১০/০৯/১৯৯৭ ইং তারিখের ৪৬৫২ নং কবলার মূলকপি	প্রদর্শনী-১০
১৬। ০৯/০১/১৯৮০ ইং তারিখের ২৪৬ নং কবলার সি.সি	কোর্ট প্রদর্শনী-১১
১৭। ২৩/১১/১৯৮২ ইং তারিখের ৫৬৪৫ নং কবলার সি.সি	কোর্ট প্রদর্শনী-১২
১৮। ২৩/০৫/১৯৯৩ ইং তারিখের ২৪৯৮ নং কবলার সি.সি	কোর্ট প্রদর্শনী-১৩
১৯। ১৩/০৯/২০০৬ ইং তারিখের ১০০৭০ নং কবলার সি.সি	কোর্ট প্রদর্শনী-১৪

২৯) সাক্ষ্যগ্রহনকালে বিবাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস ১৭০১ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী-ক১
২। বি এস ২৬৮ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-খ১
৩। ১৭/০৯/১৯৪৯ তারিখের ৪১৮৩ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী-গ১
৪। ১৩/০৯/২০০৬ ইং তারিখের ১০০৭০ নং কবলার মূল কপি	প্রদর্শনী-ক২
৫। বি এস ২৩৭৪ নং খতিয়ানের আসল কপি	প্রদর্শনী- ক৩
৬। ২৩/১১/১৯৮২ ইং তারিখের ৫৬৪৫ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-খ৩

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

৩০) **বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ**

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদি দোষে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

বিবাদীপক্ষ তার লিখিত বর্ণনায় অত্র মামলা বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় নয় দাবি করলেও উক্ত দাবির সমর্থনে বিবাদীপক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমান সন্নিবেশিত হয়নি। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে. বাদীপক্ষ অত্র মামলাটি তফসিলী সম্পত্তিতে তাদের স্বত্ব ও তৎ সম্পর্কিত পি এস ও বি এস খতিয়ান ভুল ঘোষনায় এবং বিভাগের প্রার্থনা আনয়ন করেছেন যেখানে মামলার মূল্যমান ধরা হয় ৪,১১,৫০০/- টাকা। বিবাদীপক্ষ ইহাতে কোন আপত্তি প্রদান করেননি। বাদীপক্ষ নির্ধারিত এডভেলোরেম কোর্ট ফি ৯৪৬৪/ টাকা দাখিল করেছেন। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং মামলার মূলমান নিরিখে অত্র মামলা বিচারে অত্র আদালতের ভৌগলিক ও আর্থিক দুই এখতিয়ারই রয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের আইনী প্রতিবন্ধকতা নেই। যেহেতু মামলাটি বিভাগের প্রার্থনায় আনীত উভয়পক্ষ নালিশী সম্পত্তি এজমালিতে ভোগদখলের সমর্থনে তাদের স্বপক্ষে দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

৩১) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। আরজি প্রকাশিত মতে নালিশী সম্পত্তি পক্ষগনের এজমালি সম্পত্তি। অত্র মামলা রুজুর পূর্বে তাদের মধ্যে সুচিহ্নিত সীমানা দ্বারা কোন ধরনের বিভাজন হয়নি। বাদীপক্ষ বিগত ২২/০৬/২০০৩ ইং তারিখে নালিশী বি এস ও পি এস খতিয়ান ভুল সম্পর্কে জানতে পারে এবং নালিশী সম্পত্তির সীমানা নিয়ে বিবাদীপক্ষের সাথে বিরোধ শুরু হলে বিগত ২৭/১২/২০০৩ ইং তারিখে বিবাদীপক্ষের নিকট নালিশী সম্পত্তির বিভাগ এর দাবি করলে বিবাদীগণ তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো বাদী কখনো সম্পত্তি বাটোয়ারার প্রস্তাব করেননি। উভয়পক্ষ এ বিষয়ে তাদের নিজ নিজ দাবি প্রমানার্থে কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ যোগ করেননি। তবে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো, উভয়পক্ষ এরুপ প্রত্যাশা করে যে, নালিশী সম্পত্তি তাদের নিজ নিজ অংশমতে যাতে বিভাজন হয়। পক্ষগনের আচরণ হতে ইহা পরিস্কার যে, তারা নিজেদের মধ্যে আপোষমতে নালিশী সম্পত্তি বিভাজন করিতে সমর্থ হননি। সুতরাং অত্র মামলাটি রুজুর পেছনে যথেষ্ঠ কারন বিদ্যমান ছিল মর্মে আমি বিবেচনা করি।

৩২) আরজি, জবাব পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীপক্ষ তার লিখিত জবাবে অত্র মামলাটি তামাদি দোষে বারিত মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু বিচারামলে সাক্ষ্যগ্রহণকালে তামাদির প্রশ্নটি বিবাদীপক্ষ হতে একেবারে উত্থাপিত হয়নি। দেখা যায় যে, বিগত ২৭/১২/২০০৩ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ১৫/০২/২০০৪ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৩৩) **বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ও ৫ ঃ**

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

"বাদী ও বিবাদীগনের এজমালি সকল সম্পত্তি মামলায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কিনা ? "

বিবাদীপক্ষ লিখিত জবাবে অত্র মামলা পক্ষ দোষে দুষ্ট মর্মে দাবি করলেও তৎ সমর্থনে বিচারামলে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে পারেন নি। আরজি, লিখিত জবাব, দলিলাদি ও সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনায় আমার নিকট প্রতিভাত হয়েছে যে, অত্র মামলার সকল প্রয়োজনীয় পক্ষ কে বাদী ও বিবাদী হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সমগ্র নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সার্বিক বিবেচনায় অত্র মামলাটি পক্ষ দোষে দুষ্ট নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩৪) বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত আর এস, পি এস ও বি এস খতিয়ান সমূহ এবং বায়া ও খরিদা দালিল সমূহ দাখিল করেছেন। অপর দিকে বিবাদীপক্ষও তাদের দাবির সমর্থনে তাদের খরিদা কবলাসমূহ দাখিল করেছেন। এসকল খতিয়ান সমূহ ও খরিদা কবলা সমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে বাদী ও বিবাদীপক্ষের দাবিকৃত সমস্ত এজমালি সম্পত্তি অত্র মামলায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং একই Hotchpot (হসপট) এ আনা হয়েছে। তাছাড়া বিচারমলে বিবাদীপক্ষ উভয়ের এজমালি কোন সম্পত্তি বাদ পড়েছে এরকম কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারেননি। সুতরাং অত্র মামলা Hotchpot (হসপট) দোষে বারিত নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৩৫) <u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৬ ঃ</u>

" নালিশী জমিতে বাদীপক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ? "

বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ১৭০১ নং খতিয়ানের সামিল পি এস ১৭৩৬ খতিয়ানের আর এস ও পি এস ৮০১৭ দাগ ও তৎ সামিল বি এস ২৩৭৪/২৬৮/ ১ নং খতিয়ানের ১০৮০৬ দাগে ৮৭ শতক ভুমির আন্দরে **১-৫ নং বাদীগনের ৪৫.৩৩ শতক এবং** নালিশী আর এস ৮০১৮, ৮০১৯, ৮০২০, ৮০২২, $\frac{৮০২০}{১২৬৮৬}$, $\frac{৮০২০}{১২৬৮৭}$, $\frac{৮০২০}{১২৬৮৮}$ দাগ তৎসামিল ১০৮০৯/১০৮০৭/১০৮১২/১০৮১১/১০৮০২/১০৮১৩ নং দাগাদির ৩৪ শতক ভুমি মধ্যে **১/৬/৭ নং বাদীগণ ১৭.৮৩ শতক সর্বমোট ৬৩.১৬ শতক ভুমি মৌরশী ও খরিদসূত্রে স্বত্ববান মর্মে দাবি করেছেন।**

অপরদিকে ২-৬/২৯-৩৩ নং বিবাদী এবং ৪৫-৪৭/৫৮ নং বিবাদীপক্ষ তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব অস্বীকার পূর্বক মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন। উক্ত বিবাদীগণ কোন ছাহাম প্রার্থনা করেননি। ৮২-৮৪ নং বিবাদী, ১১৭/১১৮/১২০-১৩১ নং বিবাদী , ১৬৪ নং বিবাদী, ১০৯-১১৬/১৩৯-১৪১/১৫৪-১৫৯ নং বিবাদী তাহাদের স্বত্বাংশীয় ভূমি বাবদ পৃথক ছাহামের প্রার্থনা করেছেন।

৩৬) বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.1 কৃর্তক দাখিলীয় আর এস ১৭০১ নং খতিয়ানের সি.সি **[প্রদর্শনী-১] দৃষ্টে**, খতিয়ানের ১২১ শতক ভুমির মালিক ছিল যথাক্রমে- আছরজ্জমা, আমিরুজ্জমা, নূরজ্জমা, শফিউর রহমান, হারিচাঁদ, ছিদ্দিক আহম্মদ, আবদুল কুদুস, আবদুল অদুদ, আবদুল মাইজ, মৌলভী মাহমুদ জবের আহমদ ও হাবিব বখার। তন্মধ্যে আর এস রেকর্ডী সিদ্দিক আহমদ।।. (আট আনা) অংশে ৬০.৫০ শতকে স্বত্ববান ছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ছিদ্দিক আহমদের মৃত্যুতে পুত্র জবা চৌধুরী ৪০.৩৩ শতক ও কন্যা মোমেনা খাতুন ২০.১৭ শতকে মালিক হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩৭) **[প্রদর্শনী-৩] হতে দেখা যায়** জবা চৌধুরী ২৪/০১/৪৪ ইং তারিখে ৪৫৫ নং কবলামুলে নালিশী আর এস ৮০১৭ দাগে ২১ শতক ভুমি অলি আহমদ এর নিকট বিক্রি করেছেন। আবার

[প্রদর্শনী ৯] হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত জবা চৌধুরী গত ১৭/০৪/১৯৪৯ ইং তারিখের ৪১৮৩ নং কবলামূলে নালিশী ৮০১৭ দাগে ২০ শতক ভূমি ফজল আহমদ চৌধুরীর পুত্র আলী ইসলাম ও নূর ইসলাম বরাবর হস্তান্তর করেছিলেন। বাদীপক্ষ জবা চৌধুরী ৮ শতক ভূমি ৩৪-৫৮ নং বিবাদীর পূর্ববর্তীর নিকট হস্তান্তরের দাবি করলেও উক্ত দাবি সমর্থনে কোন দলিল দেখাতে পারেনি। প্রতীয়মান হয় যে, জবা চৌধুরী উক্ত দুই কবলামূলে তাহার প্রাপ্য সমুদয় ৪০.৩৩ শতক ভূমি নালিশী ৮০১৭ দাগে হস্তান্তর করেছেন।

৩৮) ৪৫-৪৭/৫৮ নং বিবাদীপক্ষ জবা মিয়া ও মোমেনা খাতুন তাদের পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত সমুদয় ভূমি ২৫/০১/১৯৫৩ ইং তারিখের কবলামুলে জনৈক মোহাম্মদ ছোবহান বরাবর হস্তান্তর করিয়াছেন মর্মে দাবি করলেও উক্ত দাবির সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান দেখাতে পারেননি। উক্ত প্রেক্ষিতে বিবাদীপক্ষের এরুপ দাবির সত্য নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩৯) P.W.1এর দাবিমতে মোমেনা খাতুনের ২০.১৭ শতক ভূমিতে পুত্র ছাবের আহমদ ১৩.৪৫ শতক এবং কন্যা ছালেহা খাতুন (১৪২ নং বিবাদী) ৬.৭২ শতক প্রাপ্ত হয়। **[প্রদর্শনী-১০]** হতে পাই যে ছাবের আহম্মদ **১০/০৯/১৯৯৭ ইং তারিখের দানপত্র মূলে নালিশী ৮০১৭ দাগে ১০ শতক ভূমি ৩-৫ নং বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষ আরো দাবি যে** ১৪২ নং বিবাদী ছালেহা খাতুন তৎ স্বত্বীয় ও ভ্রাতার ওয়ারীশের সাথে আপোষমূলে প্রাপ্ত অংশ সহ মোট **৯.১৬ শতক ভূমি ১৭/০৮/২০০৩ ইং তারিখে ৫০৬১ নং কবলামূলে ১ নং বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। [প্রদর্শনী-৬] হতে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। ছালেহা খাতুনের ভ্রাতা ছাবের আহম্মদের ওয়ারীশ ১৪৩-১৫০ নং বিবাদীগণ অত্র মামলায় প্রতিযোগিতা করতে আসেননি। [প্রদর্শনী-৬] পর্যালোচনায় আরো দেখা যায়, উক্ত কবলামূলে নালিশী আর এস ৮০১৭ ও ৮০২২ দাগে ৫.৬৬ শতক এবং আর এস** ৮০১৮/৮০১৯/৮০২০/$\frac{৮০২০}{১২৬৮৭}$/$\frac{৮০২০}{১২৬৮৮}$/ দাগে ৩.৫ শতক ভূমি হস্তান্তরিত হয়। প্রদর্শনী-৬ হতে আরো দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী আছরজ্জমা গং দের ওয়ারীশ ৬৬ নং বিবাদী থেকে **১ নং বাদী আর এস ৮০১৭ দাগে** ।।/ দন্ত বা ১.০২৭ শতক ভূমি এবং আর এস ৮০২০/৮০২২ নং দাগে ০.১৬৬ শতক ভূমি খরিদ করেছিলেন।

৪০) **[প্রদর্শনী-৫] ও [প্রদর্শনী-৪(খ)]** হতে পাই যে, জবা চৌধুরী হতে অলি আহম্মদ যে ২১ শতক ভূমি খরিদ করেছেন সেখানে থেকে অলি আহমদের স্ত্রী ও পুত্র গত ৮/৮/৮১ ইং তারিখে ১২৮৮১ নং কবলা মূলে ৮ শতক ভূমি মোহাম্মদ হোসেন ও মোহাম্মদ কাসেম এর নিকট বিক্রয় করেন। তারা উক্ত ভূমি কামাল উদ্দীন ও জামাল উদ্দীন বরাবর বিক্রয় করেন। আবার **[প্রদর্শনী ৪(ক)] হতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত কামাল উদ্দিন ও জামাল উদ্দিন ১৬/০৭/১৯৯৬ ইং তারিখে কবলা মুলে আর এস ৮০১৭ দাগে ৭ শতক ভূমি ১ নং বাদী বরাবর হস্তান্তর করেছেন। [প্রদর্শনী-২] হতে দেখা যায়, অলি মিঞার**

অপরাপর পুত্র কন্যাগণ ০৮/০২/১৯৯৯ ইং তারিখে ৪৯১ নং কবলামূলে আর এস ৮০১৭ দাগে ১৪ শতক ভূমি ১ নং বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। যেহেতু অলি আহমদের খরিদা ২১ শতকের মধ্যে তৎ পুত্র সাহেব মিয়া ও স্ত্রী ৮ শতক পূর্বেই বিক্রি করেছেন সুতরাং ৪৯১ নং দলিল মূলে ১ নং বাদী ১৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হবেন বলে আমি বিবেচনা করি।

৪১) [প্রদর্শনী-১] আর এস ১৭০১ খতিয়ান মতে, হারিচান্দ অংশানুসারে ১০.০৫ শতকের মালিক ছিলেন। উক্ত খতিয়ানের মন্তব্য কলাম পর্যালোচনায় দেখা যায়, হাড়িচান্দের নামে ৮০২০ দাগে ০৭ শতক পথ রকম ভূমি একক ভাবে রেকর্ড হয়। বাদীপক্ষ উক্ত পথভূমি সকল শরীকানদের এজমালি পথ দাবি করিয়া ৮০২০ দাগের ভূমি হাড়িচান্দের একক নামে রেকর্ড ভুল ও ভিত্তিহীন দাবি করেছেন। অপরদিকে ৪৫/৪৬/৪৭/৫৮ নং বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে ৮০২০ দাগের ৭ শতক ভূমি হাড়িচান্দের একক স্বত্বদখলীয় ভূমি ছিল তবে স্বীকার করেছেন যে উক্ত ভূমির রকম কখনো পথ ছিল না। উক্ত বিবাদীপক্ষ আর এস খতিয়ানে ভূমির শ্রেনী পথ উল্লেখ ভুল হয়েছে মর্মে দাবি করেন। হাড়িচান্দ ৮০২০ দাগের ভূমিতে একক স্বত্ববান মর্মে বিবাদীপক্ষের এরুপ দাবি সঠিক নয় বলে আমি মনে করি। যেহেতু আর এস ১৭০১ নং খতিয়ানের সকল দাগাদির ভূমি সংশ্লিষ্ট মালিকগণ অংশানুযায়ী এজমালিতে ভোগদখলে ছিলেন সেখানে সকলের ব্যবহার্য পথ রকম ভূমি একজন শরীকের নামে রেকর্ড হওয়াটা ভুল হয়েছে বলে আমি মনে করি। **এ বিষয়ে মহামান্য আপীল বিভাগ 3 XP (AD)2 তে প্রকাশিত মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত এসেছে যে " যদি যৌথ সম্পত্তি খতিয়ানে সব শরীকদের নাম লিপি হয়, কিন্তু মন্তব্য কলামে যেকোন একটি প্লটের দখল একজন মাত্র শরীকানের নামে লিপি হয়, এ ধরনের রেকর্ডের ফলাফল হলো, খতিয়ানের সব শরিকানগণ ঐ দাগে তাদের শেয়ার অনুপাতে হিস্যাদার হবে এবং মন্তব্য কলামে একজন শরিকানের নাম লিপি দ্বারা সে ঐ খতিয়ানের দাগে একক স্বত্বাধিকারী নহে। সব শরীকানের পক্ষে একক দখল দ্বারা এটা অনুমান করা যাবে না যে তার একক দখল সব শরীকানের বিপক্ষে একক দখল কিংবা জবর দখল হিসাবে গন্য হবে।"** সুতরাং আমার **সুচিন্তিত অভিমত হলো আর এস ৮০২০ দাগের পথ রকম ০৭ শতক ভূমি হাড়িচান্দের একক নামে লিপি ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে। একইভাবে** নালিশী তফসিলোক্ত $\frac{৮০২০}{১২৬৮৬}$ ও $\frac{৮০২০}{১২৬৮৭}$ দাগের ভূমি শফিউর রহমানের নামে একক জরিপ ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং **সকল শরীকানগণ উক্ত দাগাদির ভূমিতে এজমালিতে স্বত্ববান হবেন মর্মে আমি বিবেচনা করি।**

৪২) P.W.1এর দাবিমতে হারিচাঁন্দ ১০.০৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় মরনে পুত্র ফজল আহমদ থাকে এবং ফজল আহম্মদ মরনে তার ০২ পুত্র নুরুল ইসলাম ও আলী ইসলাম এবং তিন কন্যা নছুমা খাতুন ও ৩৪/৩৫ নং বিবাদী ওয়ারীশ হয়। সুতরাং ফারায়েজ মতে প্রত্যেক পুত্র ২.৮৭ শতক এবং প্রত্যেক কন্যা ১.৪৪ শতক করে প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার [প্রদর্শনী- ৯] দৃষ্টে আলী

ইসলাম ও নুরুল ইসলাম (১০+১০) =২০ শতক ভূমি জবা মিয়া হতে খরিদসূত্রে পেয়েছিলেন। আরজি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, নুরুল ইসলাম এর মৃত্যুতে তাহার ৪ পুত্র যথা নুরুল আলম, জানে আলম মোঃ ইলিয়াছ ও মোঃ সোলাইমান এবং ০৪ কন্যা আনোয়ারা বেগম ছানোয়ারা বেগম, নূর বেগম ও হোসনেয়ারা বেগম এবং এক স্ত্রী ছফেয়া খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং নুরুল ইসলামের (১০ + ২.৮৭)= ১২.৮৭ শতক ভূমিতে প্রত্যেক পুত্র ১.৮৮ শতক, প্রত্যেক কন্যা ০.৯৪ শতক এবং স্ত্রী ১.৬১ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪৩) উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে আলী ইসলাম মরনে তার একমাত্র কন্যা নূরজাহান বেগম ও চাচাতো ভ্রাতা ৪৫-৪৭ নং বিবাদী ও মোঃ সোলাইমান ওয়ারীশ ছিলেন। প্রতীয়মান হয় আলী ইসলামের প্রাপ্ত সম্পত্তি হতে একমাত্র কন্যা শামসুন্নাহার $\frac{১}{২}$ অংশ প্রাপ্ত হবার পর অবশিষ্ট অর্ধেক পরিমান সম্পত্তি ভ্রাতা নুরুল ইসলামের পুত্রগণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সে হিসাবে নুরুল আলম গণ ০৪ ভ্রাতা প্রত্যেকে ১.৬ শতক করে প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে নুরুল ইসলামের প্রত্যেক পুত্র সর্বমোট (১.৮৮ + ১.৬০) = ৩.৪৮ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন।

৪৪) বাদীপক্ষের দাখিলীয় কবলা [প্রদর্শনী -৭] পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নুরুল ইসলামের পুত্র সোলাইমান, জানে আলম, কন্যা নূর বেগম এবং স্ত্রী ছফেয়া খাতুন ০৯/০৪/৮০ ইং তারিখে ২৪৬ নং কবলামূলে ৮০১৭ দাগে ৪ শতক ভূমি আছিয়া খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। আছিয়া খাতুন **[প্রদর্শনী- ৬(ক)] মূলে** ৮০১৭ দাগে ৪ শতক ভূমি সহ অবিরোধীয় দাগের ভূমি **২ নং বাদী হাছিনা বেগম এর নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে হাছিনা বেগম নালিশী ৮০১৭ দাগে ৪ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

৪৫) বাদীপক্ষ আরো দাবি করেন যে, আর এস রেকর্ডী জবের আহমদ মরনে পুত্র আবদুল গফুর এবং আবদুল গফুর মরনে পুত্র মমতাজুল হক চৌধুরী ০৮/০২/১৯৯৯ ইং তারিখে ৫০৯ নং কবলামুলে ৬.৫০ শতক ভূমি ১ নং বাদীর নিকট বিক্রয় করেন। প্রদর্শনী-৪ হতে প্রতীয়মান হয়, হস্তান্তরিত ভূমির পরিমান ৪.৫২ শতক লিপি থাকলেও উক্ত কবলামূলে নালিশী আর এস ৮০১৭ দাগে ১*И*৫ দন্ত বা ৩.৬৩৩ শতক এবং আর এস ৮০১৮/৮০১৯/৮০২২/$\frac{৮০২০}{১২৬৮৮}$ দাগে ১ ।//২ বা ২.৮৮৬ শতক মিলে সর্বমোট ৬.৫ শতক ভূমি হস্তান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু আর এস রেকর্ডী জবের আহমদ তার অংশ অনুযায়ী নালিশী খতিয়ানে ৫.০৪১ শতক সম্পত্তির মালিক ছিলেন। সুতরাং উক্ত ৫০৯ নং কবলামূলে ১ নং বাদী ৫.০৪১ শতক সম্পত্তির বেশী দাবিদার হবেন না মর্মে আমি বিবেচনা করি। সুতরাং উক্ত দলিলমূলে নালিশী আর এস ৮০১৭ দাগে ৩.৬১২ শতক এবং অপরাপর দাগে ১.৪২৯ শতক ভূমি হস্তান্তরিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪৬) উপরোক্ত আলোচনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১ নং বাদী মাহবুবুর রহমান চৌধুরী নালিশী আর এস ৮০১৭ দাগে [প্রদর্শনী-৬], [প্রদর্শনী-৪(ক)], [প্রদর্শনী-২], [প্রদর্শনী-৪] মূলে (২.৮৩ + ১.০২৬ + ৭ + ১৩ + ৩.৬১২) = ২৭.৪৬ শতক, ২ নং বাদী হাছিনা বেগম প্রদর্শনী- ৬(ক) মূলে ৪ শতক এবং ৩-৫ নং বাদী [প্রদর্শনী-১০] মূলে ১০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। সুতরাং ১-৫ নং বাদীগণ নালিশী আর এস ৮০১৭ দাগে সর্বমোট ৪১.৪৬ শতক ভূমিতে স্বত্ববান মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪৭) এছাড়া নালিশী অপরাপর দাগসমূহ অর্থাত আর এস ৮০১৮,৮০১৯,৮০২০,৮০২২ এবং $\frac{৮০২০}{১২৬৮৬}$ ও $\frac{৮০২০}{১২৬৮৭}$, দাগে ১ নং বাদী [প্রদর্শনী- ৪] ও [প্রদর্শনী ৬] মূলে (১.৪২৯ + ০.১৬৬ + ৬.৩৩) = ৭.৯২৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪৮) বাদীপক্ষ উক্ত খরিদা সম্পত্তি ছাড়াও ছিদ্দিক আহম্মদের পুত্র জবা চৌধুরীর ওয়ারীশ হিসাবে উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু সম্পত্তি দাবি করেছেন। যেহেতু জবা চৌধুরী তাহার পিতা ছিদ্দিক আহম্মদ হতে প্রাপ্ত সমুদয় ৪০.৩৩ শতক ভূমি তাহার জীবদ্দশায় [প্রদর্শনী-৩], ও [প্রদর্শনী-৯] মূলে হস্তান্তর পূর্বক নিঃস্বত্ববান হয়েছেন সুতরাং বাদীগণ জবা চৌধুরীর হতে উত্তরাধিকারসূত্রে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হবেন না মর্মে আমি মনে করি।

৪৯) সার্বিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে নালিশী আর এস ৮০১৭ দাগে ১ নং বাদী খরিদসূত্রে ২৭.৪৬ শতক, ২ নং বাদী হাছিনা বেগম ৪ শতক এবং ৩-৫ নং বাদী দানসূত্রে ১০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। নালিশী আর এস ৮০১৭ দাগ ছাড়া অপরাপর দাগে ১ নং বাদী খরিদসূত্রে ৭.৯২৫ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। এভাবে ১-৫ নং বাদীগণ নালিশী দাগাদির আন্দরে সর্বমোট (২৭.৪৬ + ৪ + ১০ + ৭.৯২৫) = সর্বমোট ৪৯.৩৮ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয় । সুতরাং বিচার্য বিষয় নং ৬ বাদীপক্ষের অনুকূলে আংশিক নিষ্পত্তি করা হলো।

৫০) বিচার্য বিষয় নং -৭

"নালিশী ভূমি সংশ্লিষ্ট পি এস ও বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কিনা ?"

বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে নালিশী আর এস ১৭০১ নং খতিয়ানের ভূমি পরবর্তীতে পি এস জরিপ আমলে পি এস ১৭৩৬ নং খতিয়ানভূক্ত হয়। কিন্তু তর্কিত দাগাদির ভুল পি এস খতিয়ানে একইরুপ থেকে যায়। বি এস জরিপের সময়ে কিছু সম্পত্তি কতেক বিবাদীদের নামে এবং কিছু সম্পত্তি বি এস ১ নং খতিয়ানভূক্ত হয়। বাদীপক্ষ বি এস ২৩৭৪ ও বি এস ২৬৮ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে জরিপ হয়েছে মর্মে দাবি করেন। বাদীপক্ষ পি এস ও বি এস জরিপ আর এস রেকর্ডী সিদ্দিক আহম্মদের কন্যা মোমেনা খাতুন বা তৎ ওয়ারীশ ১৪২-১৫০ নং বিবাদীর পূর্ববর্তীর নামে হয়নি মর্মে দাবি করেছেন। এক্ষেত্রে বি এস খতিয়ান ১-৬ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী মোস্তাফিজুর রহমান এবং ৭-২৮ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী মোখলেছুর রহমানের নামে বি এস খতিয়ান ভুলক্রমে জরিপ হয়েছে মর্মে দাবি করেন।

(৫৩) বাদীপক্ষের দাখিলীয় আর এস ১৭০১ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী -১] হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত খতিয়ানে সিদ্দিক আহম্মদ ।।. আট আনা অংশে মালিক ছিলেন। স্বীকৃতমতে সিদ্দিক আহম্মদ এক পুত্র জবা চৌধুরী ও কন্যা মোমেনা খাতুন কে ওয়ারীশ রেখে যান। পি এস খতিয়ান [প্রদর্শনী- ১(ক)] হতে দেখা যায়, সিদ্দিক আহমদের পুত্র জবা চৌধুরী থেকে খরিদ্দার অলি আহম্মদ ও আলী ইসলাম নূর ইসলামের নাম সঠিকভাবে লিপি হলেও ছিদ্দিক আহম্মদের কন্যা মোমেনা খাতুনের নামে কোন রেকর্ড হয়নি। প্রতীয়মান হয় যে মোমেনা খাতুন সংক্রান্তে পি এস খতিয়ান অশুদ্ধ হয়েছে।

(৫৪) বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় বি এস ২৬৮ খতিয়ান [প্রদর্শনী- ১(গ)] ও বি এস ২৩৭৪ নং খতিয়ান **[প্রদর্শনী-১(ঙ)]** ও বি এস- ১ নং খতিয়ান **[প্রদর্শনী- ১(ঘ)]** পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত আর এস ৮০১৭ দাগের ৮৭ শতক ভূমি সর্বশেষ জরিপে উক্ত বি এস খতিয়ান সমূহের ১০৮০৬ নং দাগভুক্ত হয়েছে। একইভাবে নালিশী আর এস ৮০১৮, ৮০১৯, ৮০২০, ৮০২২, $\frac{৮০২০}{১২৬৮৬}$, $\frac{৮০২০}{১২৬৮৭}$, $\frac{৮০২০}{১২৬৮৮}$ দাগের সর্বমোট ৩৪ শতক ভূমি বি এস ৯৭০ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী-১(খ)] বি এস ২৬৮ খতিয়ান [প্রদর্শনী- ১(গ)] ও বি এস ২৩৭৪ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-১(ঙ) ও বি এস-১ নং খতিয়ান প্রদর্শনী- ১(ঘ) এর ১০৮০৯/১০৮০৭/১০৮১২/১০৮১১/১০৮০২/১০৮১৩ নং দাগাদির অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। উক্ত বি এস খতিয়ানসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় মালিকের কলামে আর এস রেকর্ডী ছিদ্দিক আহম্মদের কন্যা মোমেনা খাতুন বা তৎ ওয়ারীশ ১৪২/১৪৩-১৫০ নং বিবাদীদের নামে কোন রেকর্ড হয়নি। এক্ষেত্রে বিবাদীদের বা তৎ পূর্ববর্তীদের এবং বাংলাদেশ সরকারের নামে জরিপ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় যা পরিস্কারভাবে ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার, চট্টগ্রাম কে ১৫১ নং বিবাদী শ্রেনীভুক্ত করা হলেও উক্ত বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। নালিশী দাগাদির কতেত সম্পত্তি সরকারের ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত হবার পেছনে কোন যৌক্তিক কারন আমার নিকট দৃষ্ট হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মালিকের কলামে বাংলাদেশ সরকার এর স্থলে বাদীগনের বাদীর বায়া মোমেনা খাতুন বা তৎ ওয়ারীশগণ ও বিবাদীগণ বা তৎ পূর্ববর্তীগনের নাম রেকর্ড হওয়া উচিত ছিল। সার্বিক বিবেচনায়, ইহা দিনের আলোর মতো পরিস্কার যে, নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্ত বি এস ৯৭০, ২৬৮ , ২৩৭৪ নং খতিয়ান ও বি এস- ১ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে। একইভাবে পি এস খতিয়ানে মোমেনা খাতুনের নামে না হওয়াটা ভুল ছিল বলে আমি মনে করি। সুতরাং নালিশী ভূমি সংক্রান্ত পি এস ও বি এস খতিয়ানসমূহ ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এভাবে বিচার্য বিষয় নম্বর ৬ আংশিক ও বিচার্য বিষয় নং ৭ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

(৫৫) বিচার্য বিষয় নং ৮ ও ৯ ঃ

" বাদীপক্ষ প্রার্থিতমতে বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী পাবার হকদার কিনা ?

" বিবাদীপক্ষ তাদের প্রার্থীতমতে পৃথক ছাহাম পাবার হকদার কিনা ?"

১৬৪ নং বিবাদী নূর জাহান বেগম বি এস ১০৮০৬ দাগে .৫০ শতক এবং বি এস ১০৮০৭ দাগে ২.০০ শতক সহ সর্বমোট ২.৫০ শতক ভুমিতে স্বত্ববান দাবি পূর্বক ছাহাম প্রার্থনা করেছেন। ১৬৪ নং বিবাদীর সমর্থনে D.W.4(1) সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। প্রদর্শনী-১ আর এস ১৭০১ খতিয়ান মতে, হারিচান্দ অংশানুসারে ১০.০৫ শতকের মালিক ছিলেন। আমরা পেয়েছি যে হারিচাঁন্দ মরনে পুত্র ফজল আহমদ এবং ফজল আহম্মদ মরনে তার ০২ পুত্র নুরুল ইসলাম ও আলী ইসলাম এবং তিন কন্যা ওয়ারীশ হয়। আবার [প্রদর্শনী- ৯] মূলে আলী ইসলাম ও নুরুল ইসলাম (১০+১০) =২০ শতক জবা মিয়া হতে খরিদসূত্রে পেয়েছিলেন। নুরুল ইসলাম এর মৃত্যুতে তাহার ৪ পুত্র, ৪ কন্যা ও ১ স্ত্রী যথা জানে আলম মোঃ ইলিয়াছ ও মোঃ সোলাইমান এবং আনোয়ারা বেগম, ছানোয়ারা বেগম, নূর বেগম ও হোসনেয়ারা বেগম এবং ছফেয়া খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং নুরুল ইসলামের (১০ + ২.৮৭)= ১২.৮৭ শতক ভুমিতে প্রত্যেক পুত্র ১.৮৮ শতক, প্রত্যেক কন্যা ০.৯৪ শতক এবং স্ত্রী ১.৬১ শতক ভুমি প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া নুরুল ইসলামের অপর ভ্রাতা আলী ইসলামের অর্ধেক পরিমান সম্পত্তি নুরুল ইসলামের পুত্রগণ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেহিসাবে নুরুল ইসলামের প্রত্যেক পুত্র ৩.৪৮ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান ছিলেন।

(৫৬) ১৬৪ নং বিবাদীপক্ষ [প্রদর্শনী- ক১] মূলে ২.৫০ শতক ভুমি ২০০৬ সনে উক্ত জানে আলম, ছানোয়ারা বেগম ও আনোয়ারা বেগম হতে খরিদের দাবি করেছেন। এদিকে [প্রদর্শনী-৭] পর্যালোচনায় দেখা যায় হস্তান্তর দাতা জানে আলম সহ তাহার ভ্রাতা, ভগ্নী ও মাতা তাহাদের অংশীয় ৪ শতক ভুমি ০৯/০৪/১৯৮০ ইং তারিখে হস্তান্তর করেছিলেন। আবার প্রদশর্নী-খ২ হতে দেখা যায় উক্ত নুরুল আলম গং তিন ভ্রাতা ৮০১৭ দাগে ৪ শতক ভুমি ২৬/১১/১৯৮২ ইং তারিখে ৫৬৪৫ নং কবলামুলে ২-৬ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী মোস্তাফিজুর রহমান বরাবর হস্তান্তর করেছিলেন। উক্ত দুইটি কবলা পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় জানে আলম তার অংশীয় ৩.৪৮ শতক হতে ২.৩৩ শতক ভুমি হস্তান্তর করেছিলেন। অবশিষ্ট ১.১৫ শতক ভুমিতে তিনি স্বত্ববান ছিলেন। [প্রদর্শনী- ক১] হতে দেখা যায় ১৬৪ নং বিবাদী জানে আলম ছানোয়ারা বেগম ও আনোয়ারা বেগম হতে ২.৫০ শতক ভুমি খরিদ করেছেন যাহা হস্তান্তরের তারা অধিকারী ছিলেন।

সুতরাং ১৬৪ নং বিবাদী উক্ত ২.৫০ শতক ভুমিতে স্বত্ববান হন এবং উক্ত সম্পত্তি বাবদ পৃথক ছাহাম পাবার অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

(৫৭) ১০৯-১১৬/১৩৯-১৪১/১৫৪-১৫৯ নং বিবাদীর দাবির সমর্থনে এ কে এম ফারুক চৌধুরী D.W.3 হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন। **D.W.3** উক্ত বিবাদীগণ নালিশী দাগাদির আন্দরে ৬.৩০ শতক ভুমিতে স্বত্ববান দাবি করিয়া পৃথক ছাহাম প্রার্থনা করেছেন। [প্রদর্শনী ১] আর এস রেকর্ডী পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় মৌলভী মাহমুদ তার অংশমতে ১০.০৮ শতকে মালিক ছিলেন। **D.W.3** এর

সাক্ষ্যমতে মৌলভী মাহমুদ মরনে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত তিন পুত্র যথা মোঃ একরাম, গোলামুর রহমান, সিরাজ আহমদ এবং ২য় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র আবুল কাসেম ওয়ারীশ থাকে। সুতরাং ফারায়েজ অনুসারে মৌলভী মাহমুদ এর ১০.০৮ শতক ভূমি উক্ত চার ভ্রাতা প্রত্যেকে ২.৫২ শতক করে প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। **D.W.3** এর সাক্ষ্য হতে আরো দেখা যায় সিরাজ আহমদ নিঃ সন্তান মারা গেলে তৎ স্বত্ব ভ্রাতা একরাম ও গোলামুর প্রাপ্ত হয়। এভাবে একরাম মোট ৩.৭৮ শতক এবং গোলামুর ৩.৭৮ শতক এবং আবুল কাসেম ২.৫২ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। **D.W.3** এর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আরো প্রতীয়মান হয়, উক্ত একরাম মরনে পুত্র আবদুল্লাহ চৌধুরী (১০৮ নং বিবাদী) ১০৯-১১০ এবং ১৩৯-১৪১ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আবার আবদুল্লাহ চৌধুরী মরনে ০৪ পুত্র ০২ কন্যা এ.কে এম ফারুক চৌধুরী গং ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আবুল কাসেম মরনে ১১১-১১৬ নং বিবাদী ওয়ারীশ হন। প্রতীয়মান হয় যে মোঃ একরাম ও আবুল কাসেম এর ওয়ারীশ অত্র বিবাদীগণ ওয়ারীশসূত্রে ৬.৩০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন। উল্লেখ্য যে উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্তে বি এস খতিয়ান ভুল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং **১০৯-১১৬/১৩৯-১৪১/১৫৪-১৫৯ নং বিবাদীগণ ৬.৩০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন এবং উক্ত সম্পত্তি বাবাদ পৃথক ছাহাম পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।**

(৫৮) ১১৭/১১৮/১২০-১৩১ নং বিবাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে কোন সাক্ষীকে উপস্থাপন করেননি। যেহেতু বন্টনের মামলা এবং ছাহাম প্রার্থনা করেছেন সেহেতু উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমানের আলোকে উক্ত বিবাদের ছাহামের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি। রেকর্ড পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে উক্ত বিবাদীগণ গোলামুর রহমানের ওয়ারীশ হিসাবে তার অংশীয় ৩.৭৮ শতক ভূমির স্বত্ববান দাবি করিয়া পৃথক ছাহাম চেয়েছেন। ইতোমধ্যে পেয়েছি যে গোলামুর রহমান ৩.৭৮ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন। আরজি ও জবাব পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, গোলামুর রহমান মরনে ১১৭-১৩৮/১৫২/১৫৩ নং বিবাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। অত্র বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে ১১৯/১৩২-১৩৮/১৫২/১৫৩ নং বিবাদীগণ তাদের স্বত্ব অত্র বিবাদীগণ বরাবর ত্যাগ করায় অত্র বিবাদীগণ গোলামুর রহমানের সমুদয় স্বত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু এরুপ মৌখিক হস্তান্তরের কোন আইনীভিত্তি নেই। সার্বিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় অত্র ১১৭/১১৮/১২০-১৩১ নং বিবাদীগণ গোলামুর রহমানের ৩.৭৮ শতক ভূমি মধ্যে তাদের অংশ অনুসারে ২.৯০ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হবেন। উল্লেখ্য যে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান সমূহ ভুলভাবে রেকর্ড হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় উক্ত বিবাদীগণ উক্ত ২.৯০ শতক ভূমি বাবদ পৃথক ছাহাম পাবার অধিকারী হবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

(৫৯) ৮২-৮৪ নং বিবাদীপক্ষ নালিশী দাগে ৬.৭২ শতক ভূমিতে স্বত্ববান দাবি করিয়া পৃথক ছাহাম প্রার্থনা করেছেন। রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত বিবাদীগণ তাদের দাবির সমর্থনে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষিত করাননি। যেহেতু বন্টনের মামলা এবং ছাহাম প্রার্থনা করেছেন সেহেতু উপস্থাপিত সাক্ষ্য

প্রমানের আলোকে উক্ত বিবাদের ছাহামের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি। প্রর্দশনী-১ আর এস খতিয়ান দৃষ্টে নালিশী আর এস খতিয়ানে মালিক আবদুল কুদ্দুস আবদুল অদুদ ও আবদুল মাইজ। অংশমতে তারা ১০.০৮ শতকে মালিক ছিলেন। অত্র বিবাদীপক্ষের দাবি হলো আবদুল মাইজ নিঃসন্তান মারা গেলে শুধুমাত্র ভ্রাতা আবদুল অদুদ ফতুসূত্রে তৎ স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। সে হিসাবে আবদুল অদুদ ৬.৭২ শতক ভুমিতে স্বত্ববান ছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবদুল ওয়াদুদ নিজ ও ফতু সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে এক পুত্র আবদুর রহমান ও ০২ কন্যা আলমাছ খাতুন ও গোলমাছ খাতুন ওয়ারীশ থাকে। অত্র বিবাদীগণ আবদুর রহমানের ওয়ারীশ হন। ফারায়েজ মতে আবদুর রহমান ৩.৩৬ শতক এবং আলমাছ খাতুন ১.৬৮ শতক ও গোলমাছ খাতুন ১.৬৮ শতক প্রাপ্ত হন। বিবাদীগন গোলমাছ খাতুনের স্বত্ব আবদুর রহমান প্রাপ্তির দাবি করেন। প্রতীয়মান হয় যে আবদুর রহমান নিজ ও বোনের অংশ মিলে ৪.০৪ শতক ভুমি প্রাপ্ত হন। গোলমাছ খাতুন তৎ স্বত্ব ভ্রাতা আবদুর রহমান বরাবর ত্যাগ করার দাবি করলে উক্ত ত্যাগের মাধ্যমে কোন স্বত্ব অর্জিত হয়নি বলে আমি মনে করি। সার্বিক পর্যালোচনায় আবদুল অদুদের ওয়ারীশ আবদুর রহমান ৪.০৪ শতক ভুমিতে স্বত্ববান হওয়ায় অত্র বিবাদীগণও উক্ত ৪.০৪ শতক ভুমি স্বত্ববান হবেন বলে আমি মনে করি। উল্লেখ্য যে উক্ত ভুমি সংশ্লিষ্ট বি এস খতিয়ান অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে বলে আমি মনে করি। সুতরাং অত্র বিবাদীগণ ৪.০৪ শতক ভুমি বাবদ পৃথক ছাহাম পাবার অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সার্বিক আলোচনা পর্যালোচনায় যেহেতু নালিশী তফসিল বর্নিত দাগাদির আন্দরে ১-৫ নং বাদীপক্ষের ৪৯.৩৮ শতক ভুমিতে স্বত্ব স্বার্থ রয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ উক্ত সম্পত্তি বাবদ বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। একই ভাবে নালিশী তফসিল বর্নিত নালিশী দাগাদির আন্দরে **১৬৪ নং বিবাদী উক্ত ২.৫০ শতক ভুমিতে , ১০৯-১১৬/১৩৯-১৪১/১৫৪-১৫৯ নং বিবাদীগণ ৬.৩০ শতক ভুমিতে** , ১১৭/১১৮/১২০-১৩১ নং বিবাদীগণ ২.৯০ শতক এবং ৮২-৮৪ নং বিবাদীগণ ৪.০৪ শতক ভুমি বাবদ প্রথক ছাহাম পাবার অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো। এভাবে উপরিউক্ত বিচার্য বিষয় দুইটি পক্ষগনের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

সুতরাং অত্র মোকদ্দমা বন্টনের ডিক্রীযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বিভাগের প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ২-৬/২৯-৩৩, ৪৫-৪৭/৫৮, ১০৯-১১৬/১৩৯-১৪১/১৫৪-১৫৯, ১১৭/১১৮/১২০-১৩১ নম্বর বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় পৃথক ছাহামসূত্রে বাটোয়ারার আংশিক প্রাথমিক ডিক্রী প্রদান করা হলো।

১-৫ নং বাদীপক্ষ নালিশী তফসিল বর্নিত দাগাদির আন্দরে ৪৯.৩৮ শতক ভুমিতে স্বত্ববান বিধায় উক্ত ৪৯.৩৮ শতক ভুমিতে পৃথক ছাহাম প্রাপ্ত হবেন।

অনূরুপভাবে **১৬৪ নং বিবাদী ২.৫০ শতক, ১০৯-১১৬/১৩৯-১৪১/১৫৪-১৫৯ নং বিবাদীগণ ৬.৩০ শতক , ১১৭/১১৮/১২০-১৩১** নং বিবাদীগণ ২.৯০ শতক এবং ৮২-৮৪ নং বিবাদীগণ ৪.০৪ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান বিধায় তারাও পৃথক ছাহাম পাবেন।

নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্ত পি এস ১৭৩৬ নং খতিয়ান ও বি এস ৯৭০, ২৬৮ , ২৩৭৪ নং খতিয়ান ও বি এস- ১ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে যা বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নহে।

পক্ষগনকে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আপসে ছাহামকৃত সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যার্থতায় বাদীর অথবা উক্ত যেকোন বিবাদী/ বিবাদীগনের প্রার্থনায় নির্ধারিত কমিশন ফি জমাদান সাপেক্ষে নালিশী জমি চুলচেরা বিভাগ বন্টনের জন্য একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করা হবে।

আইনজীবী কমিশনার বিভাগ বন্টনের সময় জমির সরস নিরস প্রকৃতি, পক্ষগনের সুবিধা অসুবিধা ও বিদ্যমান দখল যতদূর সম্ভব বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনায় নেবেন।

আমার স্বহস্তে টাইফকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া চট্টগ্রাম